# স্টেকহোলডারদের নীতিমালার সারসংক্ষেপ ৬
# দরিদ্রদের সুযোগ পাওয়ার অধিকার

## পটভূমিঃ

স্টেকহোলডারদের নীতিমালার এই সারসংক্ষেপটিতে তিনটি প্রকল্প এলাকায়[১] মাচ্ এর সাথে জড়িত সুবিধাভোগী প্রতিনিধিদের দরিদ্রদের সুযোগ পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন নীতি নির্ধারনী চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। মাচ্ প্রকল্প এবং আমেরিকান সাহায্য সংস্থার আর একটি পরিবেশ প্রকল্প নি:সর্গ সাপোর্ট প্রকল্প যৌথভাবে মে ২০০৬ সালে শ্রীমঙ্গলে একটি সহ ব্যবস্থাপনা সপ্তাহের আয়োজন করে যেখানে কর্মশালার মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকের উপর জড়িত ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। জড়িতব্যক্তিদের এই নীতিগত সারসংক্ষেপটিতে এবং সহব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, সমস্যা এবং ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপর এই সিরিজের আরও ৬টি সারসংক্ষেপে শুধুমাত্র মাচ্ প্রকরেল্প কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের মতামতের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা সরকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, আরএমও[২], এবং এফআরইউজি[৩] প্রতিনিধিরা। জড়িত ব্যক্তিদের মতামতের সংক্ষিপ্তরূপ এই সারসংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে ভবিষ্যতে এটি অনুশীলন করা, পরিকল্পনা করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নীতিনির্ধারণী, কর্মসূচী এবং প্রকল্প পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি তাদেরই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যারা সত্যিকারভাবে সমাজভিত্তিক সহব্যবস্থাপনার মধ্যে বসবাস করছে, তা বাস্তবায়ন করছে এবং নতুন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

## দরিদ্রদের সুযোগ পাওয়ার অধিকার

**প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়**

**সুযোগের অধিকার নিশ্চিতকরণ, দরিদ্রদের শোষণ বন্ধকরণ এবং মাছের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি**

- "জেলে" শব্দটির একটি পরিষ্কার সংজ্ঞা প্রদান করা দরকার। সরকারকে প্রকৃত জেলেদের নিকট হাওড় ও বিলে স্বল্পমূল্যে দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রদান করতে হবে। বিশেষভাবে তাদের জেলেদের সংগঠিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সংগঠনগুলোর দ্বারা লীজ প্রদান করা উচিত।
- টোল আদায়ের টাকা জেলেদের সাথে পূর্ব-আলোচনার দ্বারা ধার্য করা উচিত।
- আরএমওগুলিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যারা দরিদ্রদের স্বার্থ রক্ষা করবে কিন্তু একইসাথে সংগঠনে দরিদ্ররা যেন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হারায়।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও শোষণ বন্ধের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দরিদ্র জেলেদের যাবার সহজ সুযোগ থাকা উচিত। মাচ্ এর স্থানীয় সরকার কমিটি বা (LGCs) এলজিসি[৪]-সমূহ এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. শ্রীমঙ্গলে হাইল হাওড়, তুরাগ বংশী নদী ও কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা, শেরপুরে কংশ-মালিঝি অববাহিকা।
২. রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ওর্গানাইজেশন বা সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সংগঠন।
৩. ফেডারেশন অব রিসোর্স ইউজারস গ্রুপ বা সম্পদ ব্যবহারকারী সংস্থার ফেডারেশন।
৪. মাচ্ আনুষ্ঠানিকভাবে আরএমও ও এফআরইউজি-গুলিকে এলজিসি (স্থানীয় সরকার কমিটি) গুলির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার এর সাথে সংযোগ সাধনের জন্য কাজ করছে। এর সদস্যদের মধ্যে একটি উপজেলার আরএমও ও এফআরইউজি-গুলির নেতাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের সংশি ষ্ট চেয়ারম্যানগণ এবং উপজেলা পর্যায়ের সংশি ষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছে।

- আরএমও-দের সম্মানিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় আরএমও-এর প্রতিনিধিদের তাদের সমস্যাসমূহ তুলে ধরতে হবে এবং এর সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।
- মৎসজীবি সংগঠনগুলিকে অন্যান্য স্থানীয় এনজিও এবং এডভোকেসী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আরএমও-গুলি দরিদ্র জেলেদের মধ্যে অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে যেন তারা তাদের অধিকারের দাবী জানাতে পারে।
- আরএমও-গুলিকে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে জলাভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা বাড়াতে হবে উঠান বৈঠক এবং সেমিনারের মাধ্যমে।
- সরকারকে দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ঋণ অথবা ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে যেন তারা সনাতনি মহাজনদের খপ্পর থেকে মুক্ত হতে পারে।
- উন্মুক্ত জলাশয়গুলিতে নির্বিচারে, অপরিকল্পিতভাবে, বেশী মাত্রায় মাছ ধরা খুবই সাধারণ ঘটনা। সরকারকে প্রকৃত জেলেদের সাথে পরামর্শ করে স্পষ্ট নীতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং মাছ ধরার উপর নতুন নিয়ম-কানুন জারি করতে হবে। স্থানীয় সরকারের লোকদের এই নিয়মকানুন প্রয়োগে জড়িত করতে হবে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাদের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথভাবে বাস্বায়নের ব্যাপারে অবহিত করতে হবে।
- হাইল হাওড়ের প াবনভূমিএলাকায় কিছু সংখ্যক জমির মালিকেরা তাদের জমিতে বেড়িবাধঁ তৈরী করে দরিদ্র জেলেদের মাছ ধরাকে বাধাগ্রস্ত করে। সরকারকে এসকল বেড়িবার্ধ নির্মাণ বেআইনী, অবৈধ দখলদার, ক্ষতিকর জাল ব্যবহার, বিলসমূহের পানি নিঃষ্কাশন, পোনা মাছ ও মা মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা উচিত, এবং ক্ষতিকর জাল উৎপাদন বন্ধ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত।
- দূর্নীতি রোধের জন্য এবং সংগঠনের কাজে দরিদ্রদের স্বার্থ প্রতিফলিত হচ্ছে কি-না তা নিশ্চিত করতে, স্থানীয় জেলে বা আরএমওদের জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে। যেমন, আয় ও ব্যয়ের হিসাব এবং কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
- আরএমওদের যথেষ্ট সময় থাকতে লীজ নবায়নের জন্য তৈরী হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদেরকে সংশি ষ্টকর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং লীজ নবায়নের জন্য তা সময়মত প্রেরণ করতে হবে।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
WINROCK INTERNATIONAL
BCAS
CNRS
CARITAS BANGLADESH


**অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন**
মাচ্ হেডকোয়ার্টার
বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬
URL: www.machban.org



DESIGN: www.intentdesign.net